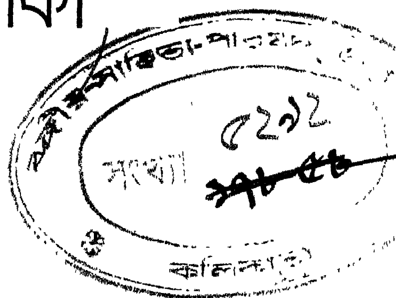
বঙ্কিম-কণিকা

বঙ্কিম-কণিকা



শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সম্পাদিত

প্রাপ্তিস্থান :—

প্রকাশনী

শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা

প্রকাশক ঃ—
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া রাজবাটী
কলিকাতা

মূল্য এক টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

কিছু দিন পূর্ব্বে 'বঙ্কিম-প্রতিভা' সঙ্কলনের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু কিছু অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দুইটি (Letters on Hinduism ও Devi Chowdhurani) 'বঙ্কিম-প্রতিভা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আরও কয়েকটি প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় এগুলিও আমার পিতামহদেবের সহাধ্যায়ী ও সুহৃৎ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি এবং তাঁহারই সস্নেহ অনুগ্রহে এগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হইল। ইহার মধ্যে প্রথমটি একটি অসম্পূর্ণ নাটক—এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। ইংরাজী রচনাটি প্রুফ আকারে ছিল; কোথায় প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল তাহা জানা যায় নাই। এই রচনাগুলিতে যে সামান্য অদলবদল বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছিলেন, তাহা পরিশিষ্টে

দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া পরিশিষ্টে তৎকালীন বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে লিখিত একখানি চিঠি এবং তাঁহার চাকরী-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশিত হইল।

এই রচনাগুলির কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। এই খণ্ডাংশগুলি প্রকাশ করার সমীচীনতা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কোন বড় লেখকের রচনার উপর রচয়িতা অপেক্ষা পাঠকসমাজের দাবী বেশী বলিয়াই আমার ধারণা, এবং সে কারণে এই খণ্ডাংশগুলি অপ্রকাশিত থাকার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। এই রচনাগুলিতে প্রধানতঃ আমাদের বিবিধ সামাজিক সমস্যা লইয়া আলোচনা আছে—হিন্দুসমাজের নানা সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রভৃতিরও ইঙ্গিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রচনাগুলির মধ্যে এই সমস্যাগুলির কোন সমাধান রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তবুও বঙ্কিম-সাহিত্যের যথার্থ আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার সমস্ত

রচনা প্রকাশিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে তাঁহার পত্রাবলী ছাড়াও একটি বিশেষ মূল্যবান রচনা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র শেষজীবনে তাঁহার আত্মজীবনী রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাইয়াছি ; কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কোনও সন্ধান করিতে পারি নাই। যদি কেহ এই আত্মজীবনীটি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন, তবে তিনি বাংলার প্রত্যেক সাহিত্যরসিক ও তত্ত্বসন্ধানী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পরিশিষ্ট '৬'-এ পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থন ব্যাপারে যাঁহাদিগের সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। আত্মজীবনীর সন্ধানের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। সম্পাদনা ও মুদ্রণে শ্রীযুক্ত

সজনীকান্ত দাস আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

পাইকপাড়া রাজবাটি
১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৮
বঙ্কিমজন্মতিথি

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

DRAMATIS PERSONÆ

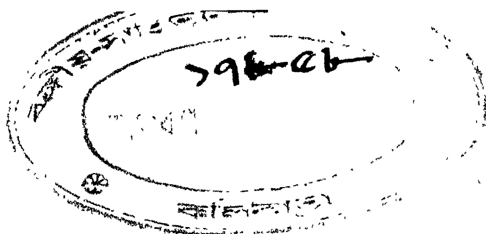
রামধন—

রামকৃষ্ণ—

কলাবতী—

দিবা—

নিশা—



প্রথম অঙ্ক

SCENE I

প্রতাপ নগরের রাজবত্ম

রামধন—রামকৃষ্ণ

রামধন। কিসের এত গোল।

[নেপথ্যে বহুলোকে "জয় জয় কলাবতী"

ও কিসের জয় ধ্বনি।

রামকৃষ্ণ। জাননা রাণী কলাবতী স্নান করিয়া যাইতেছেন।

রামধন। রাণী স্নান করিয়া যাইতেছেন, তার এত জয়ধ্বনি কেন ?

[নেপথ্যে "জয় জয় রাণীজিকি জয়"

ঐ শুন।

রামকৃ। তুমি বিদেশী তাই অবাক্ হইতেছ। রাণী কলাবতীকে এ নগরের লোক বড় ভক্তি করে। বড়ই ভালবাসে।

রামধ। কেন রাণীর কিছু বিশেষ গুণ আছে।

রামকৃ। তা আছে—রাণী অতিশয় দানশীলা আর বড় প্রজাবৎসলা। যার যে দুঃখ থাকে, রাণীকে জানাইতে পারিলেই—হইল—তার দুঃখ ঘুচিবে।

[নেপথ্যে "জয় জয় মা মা কলাবতীর জয়"

ঐ শোন সকলেই রাণীকে মা বলিতেছে তিনি প্রজামাত্রেরই মার মত। তাঁর গুণেই এখানকার প্রজারা এত সুখী।

রামধন। বটে! তবে রাজার এত সুখ্যাতি কেন?

রামকৃষ্ণ। রাণীর গুণে।

রামধন। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়? তিনি কি প্রাচীনা।

রামকৃষ্ণ। না তিনি বড় অল্পবয়স্কা তবে সকলের মা

বলিয়া সকলকেই দেখা দেন। চলনা আমরা মাতৃ-দর্শনে যাই ?

রামধন। চল

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

SCENE II

রাজার অন্তঃপুর

রাজা রাজেন্দ্র একা।

রাজা। কে না জানে আকাশে মেঘ উঠে? তবে কেন এত ভাবি—মেঘ উঠে মেঘ ছাড়ে। এ মেঘও উড়িয়া যাইবে—তবে কেন এত চিন্তা করি? মনে করিয়াছিলাম এ নির্ম্মল আকাশে কখনও বুঝি মেঘ উঠিবে না আমি মূর্খ তাই এত ভাবি। হায়! কোথা হইতে আবার এ প্রবল শত্রু দেখা দিল?

কলাবতীর সজ্জিতা সখীদিগের প্রবেশ

তোরা কেন গো? এত সাজ গোজ যে।

দিবা। আমরা নাচব

রাজা। খানখা নাচবে কেন গো?

নিশা। রাণী কলাবতীর হুকুম

[নৃত্য আরম্ভ

রাজা। কেন নাচের হুকুম কেন?

দিবা। আগে নাচি [নৃত্য

রাজা। আগে বল্।

নিশা। আগে নাচি।

রাজা। আ মর! তোর পা যে থামে না—জোর করে নেচে যাবি নাকি—আমি দেখিব না—এই চোক বুজিলাম

[চোখ বুজিয়া]

দিবা। দেখুন মহারাজ! আপনাকে মুখ ভেঙ্গাচ্চে।

নিশা। দেখুন মহারাজ, আপনাকে কলা দেখাচ্চে।

রাজা। মরগে যা তোরা! আমি চোক চাব না।

নিশা। আচ্ছা কান তো খোলা আছে।

কবতালি দিয়া গীত

নয়ন মুদিয়া, দেখিনু সজনী,
কানুর কুটিল রূপ।
গলেতে বাঁধিয়া পীরিতী কলসী
সাগরে দিনু যে ডুব

রাজা। শুনবো না (কর্ণে হস্তার্পণ)

দিবা। তবে ফুলের ঘ্রাণ নিন।

(কবরী হইতে পুষ্প লইয়া রাজার নাসিকার নিকট ধাবণ)

রাজা। নিঃশ্বাস বন্ধ করিলাম।

নিশা। চক্ষু কর্ণ নাসিকা বন্ধ। রসনা বাকি আছে— চল ভাই রান্না মহলে খবর দিই।

রাজা। মুখ বুজিয়া থাকিব।

নিশা। তবে বড় মা ঠাকুরাণীকে ডেকে দিই।

রাজা। কেন সে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কেন?

নিশা। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আপনার বাকি আছে পিটের চামড়া।

কলাবতীর প্রবেশ।

কলা। আ মলো তোরা বড় বাড়ালি দূর হ!

[সখীদ্বয় নিষ্ক্রান্ত

রাজা। দেখত কলাবতী তোমার লোকজন আমায় কিছু মানে না আমার উপর বড় অত্যাচার করে!

কলা। কি অত্যাচার করেছে মহারাজ? একটু হাসিয়েছে? সেটা আমারই অপরাধ। তোমার

মুখে কয় দিন হাসি দেখি নাই বলিয়া আমি ওদের পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

রাজা। আমার মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে—আমি হাসিব কি ?

কলা। কি পাহাড় মহারাজ! আমায় ত কিছু বল নাই। যা ইচ্ছা করিয়া বল নাই—তা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। কি পাহাড়! মহারাজ; পড়িলে তোমার একার ঘাড়ে পড়িবে না ?

রাজা। পাহাড় আর কিছু নয়—খোদ দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গেব। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর নজর পড়িয়াছে, বাদশাহের যাহাতে নজর পড়ে তাহা তিনি না লইয়া ছাড়েন না।

কলা। এ সম্বাদ কোথা পাইলেন ?

রাজা। আত্মীয়লোকে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইয়াছে। বিশেষ, ঢাকায় সুবাদার অনেক সৈন্য জমা করিতেছেন। লোকে বলে প্রতাপনগরের জন্য।

কলা। কেন আমরা কি অপরাধ করিয়াছি ?

রাজা। অপরাধ বিস্তর। প্রতাপনগরের ধনধান্য

পূর্ণ—লোক এখানে দারিদ্র্যশূন্য—আর আমরা হিন্দু! হিন্দুর ঐশ্বর্য্য বাদশাহের চক্ষুশূল।

কলা। যদি এ সম্বাদ সত্য হয়, তবে আমরাও যুদ্ধের উদ্যোগ না করি কেন?

রাজা। তুমি পাগল! দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ কি আমার সাধ্য। জয় কি হইবে?

কলা। না তবে বিনা যুদ্ধে মরিব কেন?

রাজা। দেখি যদি বিনা যুদ্ধে কার্য্যোদ্ধার হয়। আমার ইচ্ছা একবার ঢাকায় যাই। আপনি সুবাদারের মন বুঝি, কোন ছলে যদি বশীভূত করিতে পারি করি।

কলা। এমন কর্ম্ম করিও না—ঔরঙ্গজেবের নাএবকে বিশ্বাস কি? আর আসিতে দিবে না।

রাজা। সম্ভব—কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ হইবে কি?

কলা। রাজহীন রাজ্য সহজে হস্তগত করিবে।

রাজা। আমি গেলে তুমি রাজ্যের রক্ষক থাকিবে।

কলা। ছি। স্ত্রীলোকের বাহুতে বল কি?

রাজা। এখানে বাহুবলের কাজ নয়। বুদ্ধিবলই ভরসা। প্রতাপনগরে বুদ্ধিবল তুমি একা।

কলা। মহারাজ আপনাকে যাইতে দিতে আমার মন সরিতেছে না।

রাজা। থাকিলেই কোন মঙ্গল! যুদ্ধেই কোন মঙ্গল!

কলা। মারহাট্টা যুদ্ধ করিতেছে—আমরা কি মানুষ নই?

রাজা। না আমরা মানুষ নই। শিবজীর কাজ কি আমার দ্বারা সম্ভবে? আমি যাওয়াই স্থির করিতেছি। এখন শয়ন ঘরে চলিলাম।

[নিষ্ক্রান্ত

কলাবতী। (স্বগত) বিধাতা, যদি আমায় স্ত্রীলোক করিয়াছিলে তবে আমায়—দূর হৌক সে কথায় এখন আর কাজ কি? হায়! আমি রাণী কিন্তু রাজা কই? রাজা অভাবে প্রতাপনগর রক্ষা হইবে না। হায়! রাণী হইলাম ত রাজা পাইলাম না কেন?

দিবার প্রবেশ।

(চক্ষু মুছিয়া) কি লো দিবি ?

দিবা। এই কাগজটুকু কুড়িয়ে পেয়েছি।

[এক পত্র দিল।

কলা। (পড়িলেন) "আমি রাজা রাজেন্দ্রের আজিও প্রবল শত্রু—প্রতাপনগর ধ্বংস করিয়া তোমাকে গ্রহণ করিব। নইলে ভালোয় ভালোয় এসো।" এ পত্র কোথায় পাইলি ?

দিবা। আজ্ঞে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

কলা। তোকে ফাঁসি দিব। আবশ্যক হইলে আমি হুকুম দিই, তা তুই জানিস ?

দিবা। জানি—তা আমি কুড়িয়ে না পেলুম ত কোথা পেলুম ?

কলা। কোথা পেলি ? তুই হাতে হাতে নিয়েছিস !

দিবা। মাইরি রাণী মা আমি হাতে হাতে নিইনে।

কলা। তবে কোথা পেলি বল, নইলে ফাঁসি দিব।

দিবা। আমি পায়রার গলায় পেয়েছি।

কলা। সে পায়রা কোথায়?

দিবা। পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি।

কলা। কালী কলম নিয়ে আয়—জবাব লেখ্।

দিবা। কালী কলম আছে—কি লিখিব।

কলা। লেখ "আমি তোমার পরম শত্রু—তোমায় ধ্বংস করিয়া প্রতাপনগর রক্ষা করিব।" লেখা হইল?

দিবা। লিখেছি—পায়রার গলায় বেঁধে দিয়া আসি?

কলা। দে গিয়ে।

দিবা। হাঁ রাণীমা এ কে মা—

কলা। চুপ! কথা মুখে আনিলে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিব।

[দিবা নিষ্ক্রান্ত

কলা। পায়ে কাঁটা ফুটিলে কাঁটা দিয়ে বাহির করিতে হয়, বুঝি আমাকে তাহাই করিতে হইবে।

SCENE III

রাজার অন্তঃপুর

দিবা—নিশা।

দিবা। রাজা ঢাকায় চলিল কেন ভাই ?

নিশা। তোর জন্য ঢাকাই কাপড় আন্‌তে।

দিবা। আমি ত এমন হুকুম দিই নে, আমার যে ঢাকাই কাপড় আছে।

নিশা। তবে তোর বর আন্‌তে।

দিবা। কেন এ দেশে কি বর পাওয়া যায় না ?

নিশা। এ দেশে তেমন দাড়ী পাওয়া যায় না—তোকে একটা নেড়ে বর এনে দেবে।

দিবা। তা তার জন্য আর রাজার নিজে যাবার দরকার কি ? আমায় বললে আমি একটা খুঁজে পেতে নিতুম। না হয় গোবিন্দ বখশীকে একটা পরচুলো দাড়ি পরিয়ে ঘরে নিয়ে আসতুম।

নিশা। আচ্ছা বখশী মশাইকে বলে রাখ্‌ব।

দিবা। দূর হ পাপিষ্ঠি—তোর কাছে কোন কথাই বলবার যো নাই। তা যাক্—সত্য সত্য রাজা ঢাকায় চল্‌ল কেন ?

নিশা। কি জানি কেন—রাজা রাজড়ার মন তুমি আমি কি বুঝ্‌ব।

দিবা। তা, রাজা কি ফিরিবে না নাকি ?

নিশা। সে কি কথা ? অমন কথা মুখে আনতে আছে!

দিবা। রাণী কলাবতী অত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে কেন ?

নিশা। স্বামী বিদেশে গেলে একটু কাঁদ্‌তে হয়।

দিবা। দূর! স্বামী ছেড়ে স্বামীর বাবার জন্য আমি কাঁদিনে।

নিশা। তোর সাত পুরুষের ভিতর স্বামী নাই তুই আবার কাঁদিবি কার জন্যে ? বরং রাজার জন্য একটু কাঁদিস ত কাঁদ।

দিবা। না ভাই তা পারিব না। বরং মনের দুঃখে বসে বসে লুচি মণ্ডা খাই গে চল।

নিশা। তাও মন্দ নয়।

দ্বিতীয়াঙ্ক

SCENE I

সুবাদার—রাজা।

রাজা। আমার কি অপরাধ? কি জন্য দিল্লীশ্বর আমার উপর পীড়ন করিতে উদ্যত।

সুবা। আপনি মুসলমানের দ্বেষক। পাদশাহ মুসলমানের ধর্ম্মরক্ষক। সুতরাং বাদশাহ—

রাজা। আমি কিসে মুসলমানের দ্বেষক? আমার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান তুল্য—

সুবা। প্রতাপনগরে একটি মসজীদ নাই—মুসলমানে নমাজ করিতে পায় না।

রাজা। আমি মসজীদ প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুবা। প্রতাপনগরে একটি কাজি নাই—মুসলমানের বিচার কি হিন্দুর কাছে হয়?

রাজা। আমি কাজি নিযুক্ত করিব।

সুবা। মহারাজ—আপনি যদি বাদশাহের এরূপ বশ্যতাপন্ন হন, তবে বাদশাহ কেন আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন? কিন্তু আসল কথা এখনও বাকি আছে—প্রতাপনগরে মুসলমানে জবাই করিতে পায় না—তার কি হইবে?

রাজা। গোরু ভিন্ন অন্য জবাইয়ে আপত্তি করিব না।

সুবা। কিন্তু গোরুই আসল কথা।

রাজা। হিন্দু হইয়া গোহত্যা করিতে দিব কি প্রকারে?

সুবা। তবে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করুন।

রাজা। ধর্ম্মত্যাগ করিব? ইহকাল পরকাল খোওয়াইব? এ কথাও কানে শুনিতে হইল।

সুবা। ইহকাল নষ্ট হইবে না। আপনি ইসলামের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে বরং ইহকালে সুখী হইবেন। রাজ্য বজায় থাকিবে বরং আরও বাড়াইয়া দিব। আর পরকালও যাইবে না। ইসলামই সত্য ধর্ম্ম—দেখুন কত বড় বড় হিন্দু এখন মুসলমান হইতেছে। তাহারা কি না বুঝিয়া ধর্ম্মত্যাগ করিতেছে? বরং

আপনার যদি সন্দেহ থাকে, তবে আমি ভাল, ভাল মোল্লা মুফ্‌তি আপনার কাছে পাঠাইয়া দিতেছি। তাদের সঙ্গে বিচার করুন্—বিচারে যদি ইসলাম সত্য ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, তবে গ্রহণ করিবেন ত ?

রাজা। ইচ্ছা হয় মোল্লা মুফ্‌তি পাঠাইবেন। কিন্তু কিছু ফলোদয় সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি আমি যাহা নিবেদন করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া বাদশাহের নিকট জানাইবেন। গোহত্যা ভিন্ন আর সকলেই আমি সম্মত—বার্ষিক কর দিতেও সম্মত। আজ আমি বিদায় হইব—যে হুকুম হয় অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

সুবা। কোথা যাইবেন ?

রাজা। অনেক দিন আসিয়াছি স্বদেশে যাইব।

সুবা। সে কি ? আপনার শুভাগমনের সম্বাদ আমি দিল্লীতে এত্তেলা করিয়াছি। সেখান হইতে খেলওয়াত আসিবে—তাহা না গ্রহণ করিয়া কি যাওয়া হয়।

রাজা। বড় অনুগৃহীত হইতেছি কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে রাজ্য বিশৃঙ্খল হইতেছে।

সুবা। নাচার—আপনাকে অবশ্য অবশ্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে। আপনার ফৌজ সকল বিদায় দিন।

রাজা। সে কি? আমাকে কয়েদ রাখিতে চাহেন।

সুবা। ও সব কথা কেন? তবে দিনকত আপনাকে এখানে থাকিতে হইবে। দিল্লীর হুকুম না আসিলে ছেড়ে দিতে পারিব না।

রাজা। (স্বগত) হায়! কলাবতী তুমি যা বলিয়াছিলে তাহাই হইল। (সুবাদারকে) যাহা হুকুম হয় তাহাই তালিম করিব।

সুবা। তছলীম।

(সুবাদার নিষ্ক্রান্ত)

রাজা। কয়েদই ত হইলাম। প্রমথ—প্রমথ—

প্রমথের প্রবেশ।

আমার আজ কাল ফিরিয়া যাওয়া হইতেছে না, তুমি প্রতাপনগরে এই সম্বাদ লইয়া যাও।

প্রমথ। যাইব কি প্রকারে? সকল পথে পাহারা—আমাদের কয়েদ করিয়াছে।

রাজা। আমার শিপাহী সব কোথা?

প্রমথ। নবাবের লোকে তাহাদের হাতিয়ার কাড়িয়া লইয়াছে—তাহাদিগকে প্রতাপনগর ফিরিয়া যাইবার হুকুম হইয়াছে।

রাজা। ভাল, তাহারাই গিয়া সম্বাদ দিবে।

প্রমথ। দিলেই বা কি হইবে।

SCENE II

কলাবতী—নিশা।

কলা। আজ একুশ দিন হইল মহারাজ ঢাকায় গিয়াছেন আজও কই কোন সম্বাদ ত পাইলাম না।

নিশা। হাঁ রাণী মা, রাজরাণীতেও কি এমনি করে্য দিন গণে?

কলা। কই আমি দিন গণিলাম?

নিশা। কাঁদ কেন মা, আমিত এমন কিছু বলি নাই।

কলা। নিশা, তুই একবার শহরের ভিতর একটা শিয়ানা লোক পাঠাইতে পারিস্—অবশ্য কেহ কোন সম্বাদ শুনিয়াছে কেন না ঢাকায় ঢের লোক যায় আসে। আমি এত লোক পাঠাইলাম কেহ ত ফিরিল না। বোধ হয়, মন্দ সম্বাদই আসিয়াছে—লোকে সাহস করিয়া আমার সাক্ষাতে বলিতে পারিতেছে না।

নিশা। আপনাকে ব্যস্ত দেখিয়া আমি আপনার বুদ্ধিতেই সহরে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইয়া দিলাম—কিন্তু—

কলা। কিন্তু কি ?

নিশা। লোকে বলে যে মহারাজকে সুবাদার আটক করেছে—অমন কর কেন মা! এইজন্য ত বলি নাই। একটু শোও আমি বাতাস করি। উড়ো কথায় বিশ্বাস কি ?

(কলার শয়ন)

কলা। বিশ্বাস সম্পূর্ণ। আমি আগেই বলিয়াছিলাম যে গেলে তাঁকে আটক করিবে। নিশি! এখন আমার দশা কি হইবে! (রোদন)

নিশা। কাঁদিলে কি হবে মা। আমাদের সকলেরই ত একদশা হবে। আমরাও নিরাশ্রয় হইলাম—এখন মুসলমানের হাতে জাতি মান প্রাণ সব যাবে ?

কলা। কি বলিলি সবার এক দশা ? তোদের যে রাজা মাত্র—আমার যে স্বামী। তুই কি জানিস স্বামী কি ধন!

নিশা। তা বটে। রাজ্য যায় তবু প্রাণটা থাকিলে আমরা বজায় থাকিব। ভাল মা, এক কাজ কর না কেন? রাজার কাছে কেন লোক পাঠাও না যে সুবাদারকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আসুন—আমরা না হয় তাঁকে গহনা পত্র বিক্রয় করিয়া খাওয়াইব। কাঁদ কেন মা এ কথায়?

কলা। তুই কেন আমায় অপমান করিস্? কি! আমার স্বামীকে আমি রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে বলিব। নিশা—তোদের ভয় হইয়া থাকে তোরা চলিয়া যা—আমার স্বামী রাজা—তিনি রাজার কাজ করিবেন।—কিসের গোল ঐ?

(নেপথ্যে বহুলোকে "জয় মা কলাবতীর জয়")

আজিকার দিনে কে বলে কলাবতীর জয়?

(দিবাব প্রবেশ)

দিবা। মহারাণী! নগরের সকল প্রজা আসিয়া রাজবাড়ী ঘেরিল।

কলা। কি হয়েছে!

দিবা। সকলে বলিতেছে ঢাকার সুবাদার রাজাকে কয়েদ করিয়াছে।

কলা। তার পর প্রজারা কি বলে।

[নেপথ্যে "মহারাণী কলাবতীর জয়"।

ওরা কি চায় দিবা ?

দিবা। আপনি স্বকর্ণে শুনুন।

কলা। প্রজারা আমার পুত্র, আমার [নিকট] অবারিত-দ্বার। প্রধানদিগকে আমার কাছে ডাকিয়া আন।

[দিবার প্রস্থান। কতিপয় নগরবাসীর সহিত পুনঃপ্রবেশ।

প্রজাবর্গ। জয় কলাবতীর জয়।

কলা। কি চাও বাবা তোমরা ?

১ম প্রজা। মা আমাদের রাজা কোথায় ?

২য় প্রজা। মা, আমাদের রাজাকে নাকি দুষ্ট যবন কয়েদ করিয়াছে। মা, আমাদের বাহুতে কি বল নাই যে বাপের উদ্ধার করি ?

প্রথম অঙ্ক

Scene I

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকের প্রথম পৃষ্ঠার কিয়দংশ

Not merely the Pincott of to-day, but any thoughtful person from the direction of Europe, who has ~~considered~~ the moral condition of the inhabitants of India, has had to certify to their good morals, and their progress in virtue. Recall to mind that ancient story, the scene where the ~~learned~~ Dandin stood before the great hero Alexander. In that thick lonely grove, under the shadow-spreading tree, half reclined on that bed of withered grass and leaves, the ~~learned~~

described

Acharya

Acharya

Bunkim Chunder Chatterji

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী রচনাটীর স্বহস্তে সংশোধিত প্রুফের প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ।

ব্লক ও মুদ্রণ—বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

THE MOST IMPORTANT AND THE FIRST IDEA OF THE UN-CIVILISED HINDU

(Article No. 4, 3rd Jaistho)

THE MOST IMPORTANT AND THE FIRST IDEA OF THE UNCIVILISED HINDU.

Some people fear that if we, uncivilized people, criticise the proceedings of Government in a candid spirit, the English ruler may perhaps take us to be rebels. But we see no reason for such an apprehension.

If we except the soldier class, there is no probability of any rebellion among the ordinary inhabitants of India. We do not make such a genteel statement as that would be improper and sinful for the Hindus or Mussalmans of India to rebel against the rulers, who are of another religion, of another nationality, and from another country. We say, that a subject population who are from day to day becoming exhausted and famished, who are without effort, without arms, without any training in war, are not likely to rebel against the English rulers of high prestige, always armed and accourted for battle, of matchless valour, and with an army skilled in the artifices of war. The rebellion of Gangananda or of Titu Mian was merely the madness of mad men.

Those little children there come up, cry for what they want, get angry, indulge in pets, become querulous, and sometimes give us scratches or slaps. Do

we get angry with them ; or if we do, do we consider them to be rebels ? We never do so. Similarly, the English ruler will not take us to be rebels merely on account of our crying for what we want, and our bragging. To rebellion is necessary, if not equality, at least the power to stand forth as an opponent. That we have it not, the Englishman knows very well. If he did not know it before, he has come to know it during the recent severe trial. Therefore it does not seem to us probable that the English can think of us as rebels. But, as we cannot enter into the (depths of) civilized intellect, we are unable to make any statement with emphasis.

As we are incapable of understanding how the English think on any particular matter, it is best for us to adopt a candid language and attitude. When no one can say that if we adopt genteel and insincere language the Englishman will not to take us for rebels, why should we take upon our heads the troubles of hypocrisy and the botherations of civilization ?

It is best that we make a clean breast of our uncivilized Hindu ideas. Our chief idea is that, although the English have captured us by brute force, they cannot approach near us in ethics. This statement may be rude, but it is perfectly true. You have

your cannons, and you make them roar; you have your prisons, and you can put me in fetters. My spleen may be ruptured by the blows of your shoe; the tax collector sells my cups and drinking vessels; you take to England twenty crores of rupees, while we five crores of people can get but only one meal a day. All these are formidable indications of your monstrous power; we see it, know it, and suffer from it, every day. But of benevolence and good deeds, faith, affection; love, esteem, kindness, filial affection; of the householder's duties, hospitality, Shraddha and Tarpana; religious ceremonies, worship, homage, of Yoga, asceticism, renunciation (*sannyasa*) and spiritual concentration (*Samadhi*); of charity, things to be given away, proper livelihood, and purity; of modesty (the power to feel shame) chastity, (wife's) devotion to (her) husband—have we anything to learn from you? To teach me morality you have imported societies for prevention of cruelty to the lower animals; and according to their laws, it is a punishable offence if one carries a hen with its head hanging down, but none to flay it for slaughter. Cheer this "morality"! let us die for its sake !! But, good sir, this civilized morality will never pass current in this uncivilized country.

Not merely the Pincott of today, but any thoughtful person from the direction of Europe, who has described the moral condition of the inhabitants of India, has had to certify to their good morals, and their progress in virtue. Recall to mind that ancient story, the scene where the *Acharya* Dandin stood before the great hero Alexander. In that thick lonely grove, under the shadow-spreading tree, half reclined on that bed of withered grass and leaves, the Acharya Dandin, that man of withered frame, unoiled locks, and clothed in red, whose vision was right knowledge, said to the Greek sovereign Alexander, he who displayed heroism, power and loveliness, that which we, thousands and thousands of your subjects, withered in frame from want of food, with breasts gored afresh by the shaft of your new-fangled Act X, in loud voice and outspoken language, say unto you our sovereign—our sovereign, proud of the power of arms, Shah-un-Shah, King of Kings, displayer of glory, fond of money, maintainer of prestige, by attribute Rakshasa and Vaisya :—"You can by the power of your arms crush this material body of mine, but by that to me you can do no harm." In your civilized language we say :—"Break me if you will, bend me you cannot."

It is not you who have been the first thus to

subject to the pressure of the power of arms the children of Manu in this holy land of the field of Bharata,—the people who speak the Divine Prakrita and Sanskrita languages, and lead lives according to their castes. This business has been going on from long, long, long before your blood-thirsty Saxon race colonised England. The same story runs through the Vedas, Purans, Itihasas, the Mutakkherrins of the Mussalmans, your histories, through all. The *Dasyus*, *Daityas*, or *Danavas* ;—*Rakshasas*, *Pisachas*, or *Nagas* :—Hun, Yavana, or Mlechchha—raise obstacles to the performance of religious ceremonies, destroy the platforms erected for the Gods, deprive Indra of his rule of heaven, make a slave of his Sachi, ravish chaste women, imprison royal saints in dark cells, make heaps of the "Sacred thread" *upavitas* of the Brahmans, and set fire to them, commit outrages after sudden descents ; but for all that, the *Sanatana* religion never suffers harm. The *Sanatana* (eternal) religion is pure gold ; be it Auranzebe or Kala Pahar, Lansdowne (or) Scoble—whoever may set fire to it, only the dross will be burnt ; the gold will come out all the brighter.

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত নাটকটীর পরিত্যক্ত অংশগুলি নিম্নে দেওয়া হইল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে নাটকটী এইভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন :—

DRAMATIS PERSONÆ

মেঘ রায়

অকলঙ্ক গণিকা

প্রথম অঙ্ক

SCENE I

প্রতাপ নগর রাজবর্ত্ম

মেঘ রায়ের প্রবেশ।

মেঘ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল—আর যাইব কি? এখন আর নগরের ভিতর যাইয়া কি হইবে? আর

একটু রাত্রি হোক্। এই বটতলে বসিয়া [অপেক্ষা] করা যাউক।

[বৃক্ষতলে আসন।

কেনই এত পরিশ্রম করিতেছি? যত্ন সফল হইলেই কি সুখী হইব! না তা নয় তবে যত্নে সুখ আছে—পরিশ্রমেই আরাম। পরিশ্রম বড় মন্দ হইতেছে না—ইহারই মধ্যে তৃষ্ণা পাইয়াছে—যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, তার দ্বারা কোন্ কার্য্য উদ্ধার হইবে?

অকলঙ্কের প্রবেশ।

তুমি কি জেতের মেয়ে গা?

অক। আমাদের কি জাত আছে মশাই?

মেঘ। তুমি বেশ্যা? তা হোক্ তোমার দোকান পাট আছে?

অক। একখানি দোকান করি—পথিক লোক রেঁধে বেড়ে খেয়ে যায়। আপনাকেও ত বিদেশীর মত দেখছি—বিশ্রাম করেন ত আমার দোকানেই আসুন না।

মেঘ। আমার রাঁধা বাড়া নাই একটা ডাব খেতে পেলেই তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

অক। তবে আমার দোকানে আসুন—হাতে পায়ে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হবেন তার পর ডাব কেটে দেব।

মেঘ। (জনান্তিকে) এও কপালে ছিল, আপনার কাজের জন্য কেন না যাইব। (প্রকাশ্যে) তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

Scene II

অকলঙ্কের দোকান

মেঘ—অকলঙ্ক।

মেঘ। হাঁ গা তোমার দোকানে এত লোকের ভিড় কেন?

অক। এখন শহরে ঢের লোক আসছে যাচ্ছে আপনি বিদেশী তাই জানেন না।

মেঘ। কেন গা?

অক। লড়াই বাধবে জান না।

মেঘ। কাতে কাতে?

অক। আমার

পরিশিষ্ট খ

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী রচনাটী যেখানে সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহার পর নিম্নোদ্ধৃত অংশটী ছিল। এটী আগাগোড়া কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

Jahan-pana ! You have said that my religion must lower its head before your "morality" ; my religion must leave the stage free to your "morality", and make its exit. My dear Lord, never entertain that hope, "be it even so slight as the resemblance to letters of the alphabet which the trail of the boring insect leaves on the wood." Far from the morality—of which the essence is musketry, over-ruling religion, it cannot even stand before the *Sanatana* religion. Alexander understood this, and you too may, but that auspicious day has not yet come for you. Prabhu ! will you not reform our social usages and morality ? Well, for once reflect upon this marriage system and its morality. Adult marriage, choosing the husband from out of many (Swayambara), courtship, testing the mind, testing the person, civil court union, criminal court union, marriage of

This is not a translation, but an explanation of the phrase ঘুণাক্ষরে

widows, divorce, marriage of wife of living husband, *Sangas* (informal unions)—all these exist not only in your Europe, but also in Fiji, Juju, Huju, Otaheite, Lutaputi, Ha-ha, Hi-hi, and elsewhere also. Why are they not to be found among this base conquered people alone ? Hazur Sahab ! did this ever strike you ? It is no answer to this question to say that you are civilized, and we are uncivilized, for their existence is prominent among those whom you call uncivilized. They are not to be found only among the higher classes of the Hindus. The answer will be found in the sacred books of the Hindus. It is long ago that the Hindu rejected your Rakshasa Paisacha, Asura, and Gandharva * forms of marriage. Will he now from fear of your...[torn] forms with humbled head ? If you believe in any such thing, you are under a great mistake. Dunces have turned your head by pointing out the one instance of the suppression of the *Sati*. You cannot see the right path for you. There are only three ways open to the woman after the death of her husband, *viz.* to marry again, or to die with him or to lead the life

* These are four out of the eight forms of marriage prescribed in *Manu*.

of an ascetic. Of these, the first is a life of fulfilment of temporal purposes, and is therefore inferior. The second is for the fulfilment of desires in regard to future life, and therefore, though still inferior, is comparatively superior. The third alone is a life of unselfish ends, and therefore superior. The third alone is a life of unselfish ends, and therefore the noblest. The first and lowest life was rejected long ago; the second has had to be abandoned in this Kali-Yuga. This rejection is in accordance to the behests of the Shastras. Just as twelve kinds of recognised sons have gradually dwindled down to two or three, as the eight forms of marriage have gradually......

পরিশিষ্ট গ

বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখিত একখানি চিঠি।

Private Secretary's Office
Government House, Calcutta.

March 17th. 1894

Dear Sir,

I have laid before His Excellency the Viceroy the copy of your book, 'The Poison-Tree', which you have been so good as to send for His Excellency's acceptance, and I am desired to carry to you His Excellency's thanks for your present.

I am
Yours faithfully
H. Babington Smith

B. C. Chatterjee Esq.

পরিশিষ্ট ঘ

Remarks made on the merits of Baboo Bankim Chunder Chatterjee by the Commr. of the Raj. Dn. in his Land Revn. Administration Report for the years 1870/71, 1871/72, 1872/73 and 1873/74.

Collector's Remarks	Commissioner's Remarks
1870/71	
B. C. Chatterjee—I entertain a very high opinion of this officer. He is able and intelligent and whatever business he undertaken he does it thoroughly [by Heely (?)]	Is an experienced clever and well qualified officer who has been very favourably reported of by the Collr. of Moor :—He has done general, Revn. & Income Tax Work—(by Molony)
1871/72	
Very good—I have a high opinion of the intelligence of this officer who was selected for the work under the Road Cess work. [by Wavell (?)]	A very good experienced and clever officer (by Robinson)

Collector's Remarks	Commissioner's Remarks
1872/73	
Very good—this officer has continued to merit the favourable opinion I recorded of him last year. [by Wavell (?)]	—Is a clever & experienced officer—he has been in charge of Road Cess Revaluation and is an efficient officer—(by Molony)
1873/74	
Very good—an intelligent —& experienced officer who did the Road Cess work well.	Very good—

পরিশিষ্ট ঙ

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত একটি শোকসভায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

IN MEMORY OF

BANKIM CHANDRA CHATTERJEE

A NOTE

(For the Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club)

I was known to Bankim Babu as younger brother of his fellow-student Srish Chandra Ghosh who died in 1860. Our acquaintance matured into closer relations when Bankim Babu started tbe *Banga Darsan.* Since then we have often been in familiar intercourse both by letter and conversation. We agreed in many points and, as might be expected, differed in some. But I think it may be safely recorded that our appreciation of Brahmanic culture was of a date earlier than when Theosophy and Theosophists were heard of in Bengal.

The most important matter which I have got to communicate to others is the fact that when on the 6th of April, but two days before he breathed his last, I met Bankim in his bedroom he confided to me the request, "let not my biography be written by anyone except one of my two grand-sons." I am not aware what may have led him to entertain a feeling of this kind ; but I can only express my hope that if my countrymen have any regard for Bankim they will religiously observe the injunction.

Bankim as he developed became justly devoted to our ancient Hindu Culture. But he never went to the extreme of avowed antagonism to the West such as I fear some have been leaning towards during the last four or five years. To my mind one of his grandest difficulties was his hopeless effort to reconciling St. Paul's conception of Christ and God-man with the Brahmanic Synthesis *Brahma* ব্রহ্ম or Great Being. It is not for me to say what my countrymen will accept as their final creed. But I have one suggestion to after in the present connection.

I think it would be no more than worthy of the friends and admirers of Bankim to try to combine Eastern and Western methods in consecrating his memory for the benefit of posterity. Brahminic Com-

memoration has always taken the form of *Sraddha* or *Tarpan* and in either case it has observed, a broad—I might say—too broad, distinction between the *Rishis* and the *Pitris*. In the former case, our commemoration of the *Rishis* whose names have to be recited in the daily prayer has really secured for us the Brahminic conservation of their teachings. And though at the present moment certain circumstances have roused in some minds a spirit of restlessness and a desire to break off from the Words of Indian *Rishis*, I have no doubt but that Indian good sense will in the course of the next decade ought to discover that the blessings of conservation are really inestimable. I am however just now concerned to show that the commemoration of the *Pitrsis* has become a purely domestic observance because of the very nature of the Brahmanic Religion which is called *Sanatan* i.e. Eternal and Ever-lasting. The *Rishis* have enjoined the highest reverance to be paid to the *Pitris*, and those who have kept worshipping their *Pitris*, have found the few recorded *Rishis* to be sufficient for all purposes.

Meantime however the West has been growing, and there they have followed a different path : a path

which could not be better denoted than by the famous lines

> "Lives of great men all remind us
> We can make our lives sublime."

And the question really is as between Words of one or a few everlasting and all sufficient *Rishis* and that more concrete model : the Life of an incarnate God or Avatar : the LIVES of a few prophets, *Rishis*, Saints and Great Men. The question thus put can evoke but only one answer : We need both these things. And the problem of our day is I think to convince the orthodox Brahman Community of the importance of that answer.

Bankim's commemoration signifies the commemoration as of a great man, not of a *Rishi* : And yet the commemoration is something more than that of the *Pitris* by any of their descendants. This commemoration is a living fact ; but to give it true vitality it is necessary that oriental methods should not be departed from.

Turning next to the commemoration of the *Pitris*, I find that it comprises two elements. On a personal feeling manifested by means of prescribed rights and observances, which by the way were carefully devised to be conducive to such culture as the *Rishis* and

Brahmans had made choice of. And the second element was pecuniary support given to qualified Brahmans. I lay stress on the word qualified, for so strongly convinced the Brahmans were in this respect, that at some stage of their progress they decided to employ the Symbol of কুশময় ব্রাহ্মণ, a Brahman represented by holy grass, because the requisite purity was lacking. But the spirit of the institution has been kept up by the institution of অধ্যাপক বিদায় which requires donation to be given to Pandits carefully graduated according to their merits.

It is my humble suggestion therefore that if Bankim's commemoration is desired in Hindu form by those who have no *adhikar* to making a *Sraddha* for him they should put their heads together and devise some means by which the *Adhyapaka* class could receive fitting support. I do not venture to enter upon how this should be effectuated. But I have my own doubts as to the fitness of platform speeches on mournful occassions like the present.

On the otherhand our repeated failures in memorial making are most prominently in my mind. And I would rather not dwell on, what I have really in my heart, a something of a nature of a পরিষদ্ *Parishad*: a something more fitted to bear the

Western name of University than the Indian Universities or the present system of conferring titles on Indian priests in the hands of the Anglo-Indian representatives of Her Most Gracious but Christian Majesty: a something which while recognising that learning should in Brahmanic manner be united with purity of life would look less to fame than to material support for the noblest and the most ancient spiritual order in all the world, and a something which would do honor to the Indian wealthy men whose social functions have got so sadly curtailed.

I would have written this in Bengali. But it is first and foremost an address to my Westernised countrymen. And until they are agreed to keep to the East in *substance* while borrowing the methods of the West, I am afraid my utterance in Bengali could never count for any better than Babu English.

Nemakmahal Road
The 27th April, 1894 } JOGENDRACHANDRA GHOSH